মূল শব্দাবলীঃ
মনে করা
বিচার
উৎকর্ষ
পরকাল

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

8 May 2026 / 20 Zulkaedah 1447H

মুসলিম পরিবার ও বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী মুমিন বিশ্বাসীগণ,

আল্লাহর সকল আদেশ পালন করে এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে দূরে থেকে আল্লাহকে ভয় করুন। মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করুন এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জীবনকে বরকতময় করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

গত সপ্তাহে আমরা আজকের যুবসমাজের সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এ সপ্তাহে আমরা সেই আলোচনা সম্প্রসারিত করে মুসলিম পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেগুলো মোকাবিলায় যে ধর্মীয় দিকনির্দেশনা আছে, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতার সাথে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রিয় ভাইয়েরা,

বর্তমান যুগে মুসলিম পরিবারগুলো তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে:

প্রথমত: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আয-যারিয়াতের ৫৫ নম্বর আয়াতে বলেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

অর্থঃ *"আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।"*

আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিতে আদেশ করেছেন।

কেন, হে আমার ভাইয়েরা?

কারণ উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া মানে হলো এমন বিষয়কে পুনর্জীবিত করা, যা একসময় আমরা জানতাম কিন্তু আজ হয়তো ভুলে গেছি। সময়ের পরিবর্তনে কিংবা এমন কিছু পরিবর্তনের কারণে, যা আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি, আমরা তা ভুলে যেতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, তিন বা চার দশক আগে জুয়া মূলত তাস খেলা বা ঘোড়দৌড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা সরাসরি অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু আজ মুসলিম পরিবারগুলো এমন জুয়ার সম্মুখীন হচ্ছে, যা ইসলামে সমানভাবে হারাম হলেও ভিন্ন রূপে এসেছে, যেমন অনলাইন বেটিং, যা সমাজে অনেক সময় স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। কেন এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ ও গুনাহ? কারণ এতে বিজয়ী ব্যক্তি অন্যায়ভাবে লাভবান হয়, আর পরাজিত ব্যক্তি ক্ষতি ও অনুশোচনায় ভোগে, কেননা তার ব্যয় করা অর্থ, এমনকি মূলধনও এভাবে হারিয়ে যায়।

অনেক সময় আমরা অন্যকে উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দিতে দ্বিধা করি, কারণ আমরা মনে করি তারা তো বিষয়টি জানেই। কিন্তু বাস্তবে, স্মরণ করিয়ে দেওয়া শুধু ভর্ৎসনা নয়; বরং এটি এমন একটি বার্তা, যা মানুষকে আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পথ দেখায়।

নিশ্চয়ই, নিজের পরিবারের সদস্যদের উপদেশ দেওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা আশঙ্কা করি যে এতে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে অথবা আমাদের উপদেশগুলিকে তারা ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া গভীর ভালোবাসারই নিদর্শন। আন্তরিক উপদেশ কাউকে বিচার করার জন্য নয়; বরং এটি একজন মানুষের আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের প্রতি আন্তরিক উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ। মনে রাখবেন, শক্তিশালী মুসলিম পরিবার সেই পরিবার নয়, যেখানে কোনো ভুল নেই; বরং সেই পরিবার, যেখানে সদস্যরা গভীর প্রজ্ঞা ও বিনয়ের সঙ্গে একে অপরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়ত: ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণ বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ

এমন এক সমাজে, যেখানে সাফল্য ও অর্জনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে আমরা অনেক সময় কাউকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এ প্রশ্ন করি— "সে এই পরিবারের জন্য কী সুবিধা বয়ে আনছে?" অথচ আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল— "আল্লাহর দৃষ্টিতে তার প্রতি আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব কী?"

এ ধরনের চিন্তাধারা যদি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলতে থাকে, তবে তা পরিবারের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সন্তানদের একজনের সঙ্গে আরেকজনকে তুলনা করা হতে পারে তাদের শিক্ষাগত সাফল্য, পেশা কিংবা বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে। অজান্তেই পক্ষপাতিত্ব ও অসম আচরণ দেখা দেয়। কেউ বেশি মনোযোগ, প্রশংসা বা অগ্রাধিকার পায়, আর অন্যরা নিজেদের উপেক্ষিত মনে করতে থাকে।

এ ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি শুধু বাবা-মা ও সন্তানের সম্পর্কেই নয়, বরং ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যদের সম্পর্কেও ঘটতে পারে। এটি স্পষ্টতই ইসলামের সেই শিক্ষার পরিপন্থী, যা জীবনের সব ক্ষেত্রে— এমনকি পারিবারিক বিষয়েও— ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। একটি হাদিসে এসেছে, এক সাহাবি তাঁর এক সন্তানকে দেওয়া একটি উপহারের সাক্ষী হিসেবে নবীজিকে রাখতে চাইলেন। তখন নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তোমার সব সন্তানকে একইভাবে দিয়েছ?" সাহাবি যখন বললেন, "না," তখন নবীজি বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।" এরপর সেই সাহাবি ফিরে গিয়ে উপহারটি ফিরিয়ে নিলেন। (বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত)

এই হাদিস আমাদের শেখায় যে, পরিবারের মধ্যে ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণ বজায় রাখা কেবল একটি পছন্দের বিষয় নয়; বরং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব, যা অবশ্যই পালন করতে হবে। তাই আসুন, আমরা নিজেদেরকে নিয়মিত প্রশ্ন করি: "আমরা কি আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে কেবল পার্থিব লাভের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করি, নাকি তাদের প্রতি আমাদের আমানত ন্যায় ও উত্তম আচরণের সঙ্গে আদায় করি?"

তৃতীয়ত: দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের চ্যালেঞ্জ

হে আমার ভাইয়েরা,

বর্তমান সময়ে মুসলিম পরিবারগুলোর অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হলো পার্থিব জীবনের চাহিদা এবং আখিরাতের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। আমাদের এই দুনিয়ার জীবনের জীবনের উত্থান-পতনকে এমন একটি সেতুর মত হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে এবং শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিনের পর এক শান্তিময় জীবনের দিকে পরিচালিত করবে।

আমাদের সকলের জন্য স্মরণস্বরূপ, সূরা আল-বাকারার ২০১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত একটি দোয়া পাঠ করা অত্যন্ত উপযুক্ত:

رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ

অর্থঃ পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।

হে আমার ভাইয়েরা,

আমাদের জীবনযাপন, চিন্তাধারা ইত্যাদি অনেক সময়—আমরা বুঝতেও পারি না—আজকের সমাজের প্রচলিত ধারা ও অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সবসময় ধার্মিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে, যেমনটি পূর্ববর্তী খুতবায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই, আমরা যেমন দুনিয়ার উৎকর্ষ অর্জনের জন্য চেষ্টা করি, তেমনি ধার্মিক শিক্ষা ও আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে আখিরাতের সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টাও সমানভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

মনে রাখবেন, এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী—কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটবে, সম্পদ রেখে যেতে হবে, আর মর্যাদা ও নাম একসময় বিস্মৃত হয়ে যাবে। যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হলো আমাদের আমলের সম্বল, যা নিয়ে আমাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অর্থ:

“বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হিসাবের মধ্যে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং শুধু আল্লাহর ক্ষমার আশা করে।” (তিরমিজি বর্ণিত)

হে আল্লাহ, আমাদের এবং আমাদের পরিবারকে ক্ষমা করুন। আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমাদের পরিবারগুলিকে এমন মুসলিম পরিবারে পরিণত করুন, যারা নিয়মিত

আত্মসমালোচনা করে এবং অন্যদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়ে থাকে। দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদেরকে প্রজ্ঞা দান করুন। আমাদেরকে এমন বান্দা বানান, যারা আপনার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে উপদেশ দেয়, কঠিন অবস্থাতেও ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণ বজায় রাখে এবং প্রতিটি বিষয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। আমিন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْدُ، فَيا عِبادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالحَرْبَ وَالاِعْتِداء. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِين، وَفِي كُلِّ مَكانٍ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُم فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ وَلِلنّاسِ أَجْمَعِين. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.